<u>সূরা কাহাফ</u>

<u>আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু</u>
<u>বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম</u>

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "সূরা কাহাফ খন্ড ২"

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকেরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ২য় খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"আসহাবে কাহাফের ঘটনার উল্লেখ এবং এ সম্পর্কে উপদেশ."**

৯ নম্বর আয়াত থেকে ২৬ নম্বর আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে. কিন্তু ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে অন্য একটা মূলনীতি বলা হয়েছে: যখন কথা বলবে তখন এ ভাবে বলবে না "আমি তা আগামীকাল করবো।" বরং বলবে "আমি তা আগামীকাল করবো ইনশাল্লাহ।"

১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন: "আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত রেখে দিয়েছিলাম।" ১২ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে: "অতঃপর তাদের জাগিয়েছিলাম।" ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন: "এভাবে আমরা মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (মানুষ) জানতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা উল্লেখের মূল উদ্দেশ "কেয়ামতের আগমনে সন্দেহ নেই" এটা বুঝানো।

কত বছর তারা ঘুমন্ত ছিলো, তারা কতজন ছিল, যে গুহায় তারা ঘুমন্ত ছিল ওই এলাকার নাম কি-এ তিনটি বিষয়ে অনুবাদকারক, তফসীরকারক, ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে. তারা ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিভিন্নভাবে তাওরাত থেকে, ইনজিল (বাইবেল) থেকে এবং ইতিহাসবিদের বর্ণনা থেকে।

২৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ পাওয়া যায়। আয়াতে বলা হয়েছে "তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশো বছর আরো নয় বছর।" এটা কার কথা-"আল্লাহর" না "কিছু লোকের।" যারা ব্যাখ্যা করেন এটা "আল্লাহর কথা"-তাদের মতে যুবকগণ ৩০৯ বছর ঘুমন্ত ছিল।

যারা ব্যাখ্যা করেন এটা "কিছু লোকের কথা" তারা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যুবকগণ প্রায় ২০০ বছর ঘুমিয়ে ছিলো। যারা ব্যাখ্যা করেন এটা "আল্লাহর কথা" নয়, তারা ২২ নম্বর ২৫ নম্বর আয়াতে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেন। ২২ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় এ মতের তফসীরকারকগণ বলেছেন- "(কিছু লোক বলবে) তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশো বছর আরো নয় বছর।"

খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে আসহাবে কাহাফের ঘটনা যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অফ টুরস (Gregory of Tours) তার গ্রন্থ (Meraculorum Liber) এ বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি ঘটে এফেসাস (Ephesus) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১১ শতক এ নগরটির পত্তন হয়। পরবর্তীকালে এ শহরটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরের লোকের ডায়না (Diana) নামক মূর্তির পূজা করতো। এর সুবিশাল মূর্তিটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো।

হজরত ঈসা (আ:) এর পর যখন তার দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবক (সাত জন) শিরক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

তাদের (সাত জন যুবকের) ধর্মান্তরের কথা শুনে রাজা কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ধর্ম কি ? তারা জানতেন, কাইজার ঈসা অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোনো প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো।

কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রোধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো। নয়তো আমি এখনি তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। কিছুক্ষণ পর বললেন, তোমরা এখন ও শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের (মূর্তিপূজার) দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভালো, নয়তো তোমাদের শিরোচ্ছেদ করা হবে।

এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরে। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটিকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন. কিন্তু কুকুরটি কিছুতেও যুবকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হয় নি। শেষে তারা একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহায় ভালো আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে যুবকগণ গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পরে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে যুবকগণ সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে ওঠেন। তখন ছিলো কাইজার দ্বিতীয় থিওডোসিসের শাসন আমল।

রোম সাম্রাজ্যে তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহন করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরা ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।

১৯৭ বছর পর ঘুম থেকে জেগে যুবকগণ Jean (জীন) নাম তাদের একজনকে রুপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার কেনার জন্য শহরে পাঠান। কিন্তু জীন (Jean) শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয় গেছে এবং ডায়না (Diana) দেবীর পূজা কেও করছে না।

একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায়ে কাইজার ডিসিয়াসের ছবি খোদাই করা ছিলো। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয় যান। সে জিজ্ঞেস করেন, এ মুদ্রা কোথায় পেলে ? জীন বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসি নি। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকেদের ভিড় জমে উঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্তধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন, কিসের গুপ্তধন ? এ আমার নিজের টাকা। কোনো গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন তোমার কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এত কয়েকশো বছর পুরোনো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক। আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখে নি। নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে।

জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছেন বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষন পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি ও আমার ৬ (ছয়) জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের এ কথা শুনে কোতোয়াল অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যাক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনা খবর রাজা কাইজার দ্বিতীয় থিয়ো ডোসিসকে জানানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন। এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন।তারপর হঠাৎ তারা গুহার মধ্যে গিয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে।

যা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. তুমি কি মনে করো যে, আসহাবে কাহাফের অধিবাসীরা আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩

তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল ? (সূরা কাহাফ ১৮:৯)

২. যুবকেরা বলেছিলো: আমাদের প্রভু ! আমাদের দান করো তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমাদের কার্জক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে দাও।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ
رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' (সূরা কাহাফ ১৮:১০)

৩. আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত রেখে দিয়েছিলাম।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের ঘুমন্ত রেখে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহাফ ১৮:১১)

৪. অতঃপর তাদের জাগিয়েছিলাম।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

অতঃপর আমি তাদেরকে জাগিয়েছিলাম, একথা জানানোর জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক নির্ণয় করতে পারে। (সূরা কাহাফ ১৮:১২)

৫. তারা কয়েকজন যুবক ঈমান এনেছিল তাদের প্রভুর প্রতি এবং আমরা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম তাদের হুদা (ঈমান)।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ
زِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

আপনাদের কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি : তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহাফ ১৮:১৩)

৬. আর আমরা তাদের হৃদয় মজবুত করে দিয়েছিলাম।

وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿١٣﴾

আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বললঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (সূরা কাহাফ ১৮:১৪)

৭. এই আমাদের কওম, তারা তাকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য ইলাহ (উপাস্য) গ্রহণ করেছে।

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

এরা আমাদেরই স্ব-জাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন ? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গুনাহগার আর কে ? (সূরা কাহাফ ১৮:১৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৮. (গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর) তারা পরস্পরকে বলে, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তার দয়া প্রসারিত করবেন।

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾

তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের 'ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করবেন। (সূরা কাহাফ ১৮:১৬)

৯. (গুহার মুখ উত্তর দিক থাকায় সূর্যের তাপ থেকে তারা রক্ষা পায়) উদয়ের সময় সূর্য গুহার ডান পাশে বেকে যায়, অস্ত যাবার সময় বাম পাশ থেকে অতিক্রম করে।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:১৭)

১০. তুমি ধারণা করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা ঘুমন্ত।

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে। (সূরা কাহাফ ১৮:১৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১১.এভাবেই, আমরা তাদের জাগিয়ে তুলেছিলাম।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ
لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا
لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ
اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ ? তাদের কেউ কেউ বললো একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করছি। কেউ কেউ বললো তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়।
(সূরা কাহাফ ১৮:১৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১২. তোমাদের (যুবকদের) বিষয়টি যদি তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তারা তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে নিবে তাদের মিল্লাতে (মূর্তি পূজার দিকে)।

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن
تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:২০)

১৩. এভাবেই আমরা মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই।

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ
السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললো তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বললঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মান করব। (সূরা কাহাফ ১৮:২১)

১৪. কিছুলোক বলবে: (যুবকদের সংখ্যা সমন্ধে)।

سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ
رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا
مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে; তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ ও করবেন না।
(সূরা কাহাফ ১৮:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৫. তুমি কখনো কোনো বিষয়ে এভাবে বলো না যে, আমি তো আগামীকাল করবো।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব। (সূরা কাহাফ ১৮:২৩)

১৬. তবে এভাবে বলবে, ইনশাল্লাহ, যদি আল্লাহ চান।

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ
رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলিয়া। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথ নির্দেশ করবেন (সূরা কাহাফ ১৮:২৪)

১৭. (কিছুলোক বলবে) তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশো বছর আরো নয় বছর.

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (সূরা কাহাফ ১৮:২৫)

১৮. তুমি বলো: তারা (যুবকগণ) কতকাল (ঘুমন্ত) ছিলো তা আল্লাহ ভালো জানেন।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَبْصِرْ بِهٖ وَ
اَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ؗ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

বলুনঃ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই (আল্লাহ) কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:২৬)

আসহাবে কাহাফের অনেক বছর গুহায় ঘুমিয়ে থাকা এবং জাগ্রত হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে- মৃত্যুর পরে জীবন আছে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন দুনিয়ায় কোরআন ও হাদিস মোতাবেক জীবন-যাপন করে আমরা পরকালের (মৃত্যুর পরবর্তী) জন্য পাথেয় সংগ্রহ করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/